জীবননগরে মুদি ব্যবসায়িকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য, মেয়াদ ও মূল্য বিহীন, নকল পন্য বিক্রির অপরাধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এবং জব্দকৃত নিম্ন মানের ভেজাল শিশু খাদ্য পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর পৌর এলাকার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য, মেয়াদ ও মূল্য বিহীন, নকল পন্য বিক্রি করছে জীবননগরে দোকানিরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর পৌর এলাকার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটে মিজান স্টোরে অভিযান চালিয়ে ক্ষতিকর রঙ মেশানো শিশু খাদ্য ও প্রাণের নকল প্যাকেটে খাদ্য বিক্রির অপরাধে দোকানি মিজানুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।এবং আটককৃত মালামালাগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর হাসপাতালের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আনিসুর রহমান ও জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দার অভিযানে চোরাই মোটরসাইকেল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক বিশেষ অভিযানে ০১ (এক) টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার সহ সংঘবদ্ধ চোর চক্রের ০১

□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□-□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ (□□□) □□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□ (□□□) □□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ (□□□) □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ (□□□) □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ (□□□) □□□□ □□□□□□ □□□□□, □□/□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ (□□) □□□□□□□□ □□□ □□□□□□

□ □□□ □□□□ □□□-□□□□□ □□□□□ 125 CC, Discover □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□-JZZWEE56066 □□□ □□□□□□□ □□-MD2A15BZ5E99681 □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□-□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□) □□□ (□□ □□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□

প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, হাউলী ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসের বাস্তবায়নে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন
ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, ঠিকাদার হায়দার আলী, আওয়ামী লীগ নেতা আহসান কবীর রিপন, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্মআহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা মাসুম বিল্লাহসহ জয়রামপুর কুমারীদহ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন অফিস সহকারী জাকির হোসেন।

মুজিবনগরে অবৈধ টাক্টর ট্রলীর ধাক্কায় ২ জন আহত

মুজিবনগরে রাস্তার রাজা অবৈধ ট্রাক্টর টলির ধাক্কায় ভাই বোন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর বারটার দিকে মুজিবনগর-দর্শনা প্রধান সড়কের বাগোয়ান পলি মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হল মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের আয়নাল হকের ছেলে নাফিজ (২০) ও মেয়ে শাহনাজ (২৫)।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, নাফিজ তার বোনকে সঙ্গে মোটর সাইকেল করে দর্শনা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এ সময় সদর উপজেলা আশরাফপুর গ্রামের সাত্তার মিয়ার এসবিআর ভাটার একটি মাটি বাহনকারী ট্রাক্টর টলি আচমকা ঘুরতে গিয়ে সামনে এসে পড়লে মোটর সাইকেলের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন

নাফিজ ও তার বোন শাহনাজ।

স্থানীয়রা জানান,বল্লভপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে বাগোয়ান পুরাতন ইটভাটার পাশে নজরুল ইসলামে মোল্লার পুকুর থেকে ইটভাটায় মাটি বিক্রয় করা হচ্ছে। এই মাটি বহনের জন্য ট্রাক্টর টলি সকাল থেকে রাত অবধি অবাধে যাতায়ত করছে। মুজিবনগর দর্শনা প্রধান সড়ক থেকে পুকুরের রাস্তায় প্রবেশের সময় চালক আশরাফপুর গ্রামের মজনু

ট্রাক্টরটি কোন প্রকার সিগন্যাল ছাড়াই আচমকা পুকুরের দিকের সড়কের মোড় নেয় সময় মোটরসাইকেলের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। পিচের রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মোটর সাইকেলে আরোহী ভাই-বোন।

স্থানীয়রা গুরুতর আহত ভাইবোনকে দ্রুত উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। বোনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং ভাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তার বাড়ি মেহেরপুর সদর হয় তাকেও মেহেরপুরে সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

গাংনীতে বেদে যাযাবরদের হাতে পাখি নিধন, প্রশাসনের হস্থক্ষেপে বন্ধ

গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে বহিরাগত বেদে যাযাবররা অস্থায়ী স্থাপনা গেড়ে প্রতিনিয়ত শিকার করছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পাখিদের শিকার করে মুখরোচক খাবার হিসেবে খাচ্ছে তারা। সকাল হলেই গুলতি নিয়ে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ছেন বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন। গ্রামের বিভিন্ন বাগান ও বাড়ির আঙ্গিনার গাছে বসে থাকা পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে পাখিদের।

এতে এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পাখি। বেদে যাযাবরদের অনেককেই গুলতি হাতে পাখি শিকারের চিত্র দেখা গেছে গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের অভ্যন্তরে। পাখি শিকারের বিষয়টি স্থানীয়রা প্রশাসনকে

জানালে তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধ করে দেন উপজেলা প্রশাসন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে ভাটপাড়া কাজলা নদীর পাড়ে ডিসি ইকোপার্কের পার্শে ১০০ জনের একটি বেদে যাযাবরের দল স্থাপনা গেড়ে বসবাস শুরু করেন। সকালে যাযাবর সম্প্রদায়ের নারীদল বিভিন্ন তাবিজ ও গাছ গাছড়া বিক্রি ও সাপ খেলা দেখানোর জন্য উপার্জনে বের হন গ্রামে গ্রামে। যাযাবরদের অনেক পুরুষ গুলতি ও পাখি শিকারের নানা সরঞ্জাম নিয়ে বের হন পাখি শিকার কাজে। বন বাদার ও বিভিন্ন বাড়ির আঙ্গিনায় থাকা ঘুঘু,শালিক,বক শিকার করে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে ইকোপার্কের অভ্যন্তরে শতবর্ষী অনেক গাছেই ঘুঘু শালিক বাসা বেঁধেছে। এসকল পাখিদের জীবন দিতে হচ্ছে বেদে যাযাবরদের হাতে। পাখি শিকারের বিষয়ে

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ রনি খাতুনকে সংবাদ দেয়া হলে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বেদে যাযাবরদের শতর্ক করেন এবং পাখি শিকার বন্ধ করেন।

বেদে যাযাবরদের সর্দার আব্দুস সাত্তার জানান, পাখি শিকার বন্ধের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধ করে গেছেন। আমি আমাদের এখানকার সকলকে নিষেধ করেছি। এখন থেকে আর কোন ব্যাক্তি পাখি শিকার করবেনা।

সাহারবাটি ইউনিয়ন ভ’মি সহকারি কর্মকর্তা নুরুল হুদা জানান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাখি শিকার বন্ধের জন্য আমাকে নির্দেশনা দেয়া হলে আমি তাৎক্ষনিক বেদে যাযাবরদের কাছে যায় এবং তাদের নিষেধ করলে তারা আর পাখি শিকার করবেনা বলে প্রতিশ্যতি দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পাখি সংরক্ষণ কমিটি (বার্ড ক্লাব) এর সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক জানান, পাখিদের অভায়াশ্রম না থাকায় জেলা থেকে অনেক পাখি বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের প্রজননের যথাপোযুক্ত পরিবেশ না থাকায় পাখিরা তাদের বংশ বিস্তার করতে পারছেনা। ফলে যে পাখিগুলি আমাদের অঞ্চলে আছে সে পাখিদের রক্ষা করা প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ দায়িত্বে পাখি শিকারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে পাখি শিকার বন্ধ হবে। বিশেষ করে বেদে যাযাবরা পাখি শিকার করলে তাৎক্ষণিক প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন (ভারপ্রাপ্ত)

জানান, পাখি শিকার দন্ডনীয় অপরাধ। স্থানীয়রা আমাকে এবিষয়ে জানিয়েছেন। আমি তাৎক্ষনিক পাখি শিকার বন্ধের জন্য নিদের্শনা দিয়েছি। এর পরেও যদি কেউ পাখি শিকার করে তাহলে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় সুধীজনদের সাথে নবাগত নির্বাহী অফিসারের মতবিনিময়

দামুড়হুদা উপজেলার নবাগত নির্বাহী অফিসারের সাথে সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেগা প্রকল্প থেকে শুরু করে দেশে উন্নয়ন অনেক হয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, রমজান মাস আগত। রমজান মাসকে সামনে রেখে অসাধু ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। যা খুশি তাই করে। বিষয়টি কড়া নজরদারি করতে হবে। সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনাকে মনে প্রাণে ধারণ করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড, রেজাউল হক রেজা, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হামিদুল্লাহ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম, নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজি আব্দুল কাদির, বিটিভি চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি রাজন রাশেদ, আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, দর্শনা ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু ফয়সাল, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, যুবলীগ নেতা এসএম মহসিন, হযরত আলী, হায়দার আলী, হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান হাবীব, হাতেম আলী, শাহীন মোল্লা প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর রশীদ।

গাংনীর মহাম্মদপুরে কৃষকের সেচ পাম্পের চারটি ট্রান্সফরমার চুরি

গাংনীতে ফসলের মাঠ থেকে সেচ পাম্পে ব্যবহৃত চারটি ট্রান্সফরমার চুরি করেনিয়ে গেছে সঙ্গবদ্ধ চোরের দল।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর সীমানা মাঠের কৃষক লিটন আলী ও সবুজ আলীর দুটি বৈদ্যতিক খুটি থেকে চারটি ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে গেছে।

কৃষকরা আজ মঙ্গলবার সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে চুরির ঘটনা চোখে পড়ে। ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ায় বোরো চাষসহ অন্যান্য ফসলে সেচ দেওয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে ঐ এলাকার দেড়শতাধিক চাষি। চুরি প্রতিরোধে ট্রান্সফরমারে রডের খাচা দিয়ে তালাবদ্দ করা সহপাহার দিয়েও কৃষকরা রক্ষা করতে পারছে ট্রান্সফরমার চুরি।

কৃষক সবুজ আলি বলেন, গতকাল রাত ৯টার দিকে এই সেচপাম্প থেকে রাতে বোরো ধান লাগানোর জন্য জমি প্রস্তুুত করার সময় সেচ দিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে যায়। সকাল থেকে ধান রোপন করা হবে। অথচ সকালে এসে দেখি চারটি ট্রান্সফরমার চুরি কেও নিয়ে গেছে। এখন কিভাবে অন্য কৃষকদের জমিতে সেচ দেব।

মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুত সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের উপ মহাব্যবস্থ্পক মোঃ আবু হানিফ জানিয়েছেন, গতকাল (সোমবার) রাতে গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের মাঠ থেকে চারটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। পুর্বে আরো হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা একাধিকার থানায় মামলা করেছি। একটি কুচক্রি মহল এর সাথে জড়িত। এরা যতক্ষন পর্যন্ত ধরানা পড়ছে এ চুরি রোধ করা সম্ভব নই। প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি এদের সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। এতে কৃষকের বিশাল ক্ষতি। বিদ্যুত বিভাগের পক্ষ থেকে দ্রুতব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে কৃষিকাজ চলামান থাকে।

জনগণের কাছে যেতে হলে বিএনপিকে অপরাজনীতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘বিএনপি জনগণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আবার জনগণের কাছে যেতে হলে ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে তারা যে অপরাজনীতি করেছে, পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, সেগুলোর জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।’

মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা শেষে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এ কথা বলেন। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম

আমিন উল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘সম্ভবত: বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে, এজন্য হাঁটা শুরু করেছে। তারা তো আগে মিছিল করতো, এখন মিছিলের পরিবর্তে হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি যে পদযাত্রা শুরু করেছে সম্ভবত তারা কারো কাছ থেকে নকল করছে।’

‘তবে বিএনপি পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রায় করুক না কেন, তাদের এই যাত্রায় জনগণ তো দূরের কথা তাদের সাধারণ কর্মীরাও পদযাত্রায় শামিল হয়নি’ বলেন ড. হাছান।

বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে ড. হাছান আবারও বলেন, ‘এই দেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবেনা। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় সেভাবেই নির্বাচন হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সব দেশেই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশেও তাই করবে।’

তিনি বলেন, ‘বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাই নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। তার সরকারই তখন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিএনপির এই পদযাত্রা, কিংবা কদিন পরে ‘বসার যাত্রা’ করবে- যে যাত্রাই করুক না কেন, কোনো লাভ হবেনা।’

তবে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আশাপ্রকাশ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। প্রতিদ্বন্দ্বিতাতাপূর্ণ একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ আগামী দিনের সরকার পছন্দ করুক সেটিই আমরা চাই।

এর আগে চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আজকে চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি শুভদিন, আনন্দের দিন। কারণ চট্টগ্রামে মেট্টোরেল হবে

মেহেরপুরে সুখসাগর পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা

আমদানি নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই সুখসাগর পেঁয়াজর বীজ উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখছেন মেহেরপুরের কৃষকরা। পেঁয়াজ বীজ বপনের মৌসুমে ভারত থেকে আমদানী নির্ভরশীল থাকতে হতো জেলার পেঁয়াজ চাষিদের।

বীজ সংকটের কারনে অনেকেেই চড়া দামে সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ বীজ কিনতেন। প্রয়োজনের তাগিদে আমদানি নির্ভর না থেকে নিজ ক্ষেতেই পেঁয়াজ বীজ উৎপন্ন করছেন কৃষকরা । নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরও সরবরাহ করছেন অন্যান্য চাষিদেও কাছে। এতে উৎপাদন ব্যয় অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং অধিক মুনাফা আয় করছেন। কৃষি বিভাগ বলছেন কৃষকরা আমদানী নির্ভর না থেকেই নিজেদের উৎপাদিত বীজ দিয়ে যে সুখ সাগর পেঁয়াজ চাষ শুরু করেছেন তা কৃষিতে একটি ইতিবাচক দিক। বীজ উৎপাদনে চাষিদেরকে প্রয়োজনিয় সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

জেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় এবছর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে ২৭ হাজার ৭৭৫ হেক্টর। এতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৫ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসে পেঁয়াজ বীজ বপন করা হয়ে থাকে। জানুয়ারী মাসের দিকে পেঁয়াজ বাজারজাত করা হয়। আর বীজ উৎপাদন হয় মার্চ মাসের শেষের দিকে। তবে জেলার পেঁয়াজ চাষিরা বীজ উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পুররুনের পাশাপাশি জেলার বাইরের কৃষকদের কাছে বিক্রি করেও মোটা টাকা আয়করছেন বলে জানান, কৃষি অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার। এছাড়াও কৃষি গবেষণাগার থেকে বারি-৪ জাতের পেঁয়াজেরও ভাল ফলন পাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

জানাগেছে, মেহেরপুর জেলায় বিগত চার বছর যাবত সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করছেন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় একই খরচে দ্বিগুন পেঁয়াজ উৎপাদন করছেন তারা। পেঁয়াজের প্রচলিত জাত

তাদের। উপরন্ত একই জমি থেকে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি জমিতে তিন থেকে চার লাখ টাকা আয় হয় বলেও জানান তিনি।

খানপুর গ্রামের কৃষক ইউনুস আলী জানান, আমাদের উৎপাদিত সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বাইরের জেলাতে বিক্রি হচ্ছে। পেয়াজ উৎপাদনের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনে অনেক বেশি লাভ। কারন একটি পেঁয়াজ গাছের ফুল থেকে বীজ পাচ্ছি এবং শিকড় থেকে পেঁয়াজ পাচ্ছি। আমি প্রতি বছর সুখ সাগর জাতের বীজ কিনতাম বাজার থেকে। এতে অনেক টাকা বেশি খরচ হয়ে যেত। এখন আমি নিজেই বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছি। এতে সার্বিক সহায়তা করছেন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। তাদের নিজস্ব কৃষি অফিসার আমাদের জমিতে এতে পরামর্শ দিয়ে যায়। কয়েক বছর ধরে সুখ সাগর জাতের বীজ উৎপাদন করে অনেক কৃষককেরই ভাগ্য বদলে ভাসছেন সুখের সাগরে।

পিএসকেএস এর কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোস্তফা রাব্বি জানান, মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব ফসল ফলানোর জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে পেঁয়াজ চাষের জন্য যে আবহাওয়া ও মাটি তা সুখ সাগর পেঁয়াজের ব্যপক ফলন পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র মুজিবনগর উপজেলাতে রয়েছে শতাধিত পেঁয়াজ চাষি। যারা শুধুমাত্র সুখ সাগর পেঁয়াজের আবাদ করেন। এতে প্রতিবছর এক বিঘা জমির জন্য বীজ খরচ লাগতো প্রায় ১০ হাজার টাকা। পরে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা এখন বীজ উৎপাদন করে ৩/৪ লাখ টাকা আয় করছেন। সোনার বাংলায় সোনা ফলানো সম্বব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহঃ মোশাররফ হোসেন জানান, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আয়তায় পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ১৫টি প্রদর্শনি দেয়া হয়েছে। চার বছর যাবৎ প্রদর্শনির মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে বীজ উৎপাদনে সাবলম্বি করে তোলা হয়েছে। এখানকার একজন কৃষক তিন মাসের ব্যবধানে শুধুমাত্র বীজ উৎপাদন করে আয় করছেন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। আমাদের সাথে পরামর্শ নিয়ে অনেকেেই বীজ উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

[redacted]

[redacted]